এই ভোরে

মাহমুদা রুনু

এক পৃথিবীর একটাই সুর্য ;
ফুটেছে রবির আলো
রোজ যেমন ফোটে ।

মনের কুঠিরে পাথুরে
কষ্ট –
দৃষ্টির আদিগন্ত নীলিমা ছেড়ে
আবহমান সবুজের
নদী ও নারীর কাছে গিয়ে
শুধোয় ;
তুমি কি জান ?
ভোরের আযানের
‘আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম‘
মৃত্তিকার কত গভীরে যায় ?
দেশের স্থপতির
মহাপ্রয়াণ দিবসের এই ভোরে ?
তিনি কি শুনতে পেলেন সে আযানের সুর?

ভীনদেশী কাকাতুয়া
স্বেত পালকের ডানার উড়োযানে
আমায় নিয়ে যায় ––
টুঙ্গিপাড়ায়,
৩২ নম্বরের সিড়িতে ।
আমি আজ একটিও কথা বলবোনা ।
শুধু চেয়ে চেয়ে রব দুর নীলিমায় ,
গুনে যাবো –
পদ্মা, যমুনা, সুরমার কান্নার প্লাবনে প্লাবিত
লোনাজল ঢেউ ।
কথাগুলোকে আজ দেবো
নিঃশব্দের সহস্র ভাষা ।

বঙ্গজনকের প্রাণপ্রিয়ভুমিতে স্বজনবেষ্টিত
মাটির
সবুজে শ্যামলে
পৃথিবীর সম-ওজনের ঋণ।
শোধের সামর্থ নেই একরত্তিও ।
আজ ভোরের প্রার্থনা
‘‘হে পরওয়ারদিগার
তাঁকে দিও জান্নাতেও এই মাটির সুবাস,
এই বৃক্ষরাজীর ছায়া
এ নদীর কলতান ‘‘।

এইযে দোয়েল !
এই ভোরে –
তোমার ঠোঁটে ‘‘শোকের শক্তিতে জাগো দেশ‘‘ শ্লোগান নিয়ে
উড়ে উড়ে যাও সব কটি খোলা জানালায় ।
পিতার মহাপ্রয়াণ দিবসের এই ভোরে ।

১৫ অগাষ্ট ২০০৯